হাতীবান্ধার সরকারি প্রাইমারি স্কুলে অবৈধ নিয়োগ

‘উপায় নেই গোলাম হোসেন’ বললেন প্রধান শিক্ষক বকুল

প্রতিনিধি, হাতীবান্ধা (লালমনিরহাট)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের প্রার্থী প্যানেলের তোয়াক্কা না করে হাতীবান্ধার উত্তর গোতামারি আদর্শপাড়া সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্যানেল বহির্ভূত দু'জনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক বকুল চন্দ্রের কথা, 'উপায় নেই গোলাম হোসেন।' অভিযোগ অনুযায়ী, মোটা অঙ্কের ঘুষ খেয়ে স্কুলটির প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি বিধি বহির্ভূতভাবে এ নিয়োগ দেন।

শিক্ষক দু'জনের ওই ভুয়া নিয়োগ রেজুলেশনে অনুমোদন করতে গেলে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি হাতীবান্ধার উপজেলা চেয়ারম্যান বদিউজ্জামান ভেলুর হাতে ধরা পড়েন অবৈধ নিয়োগের প্রধান হোতা উপজেলা শিক্ষা অফিসার আকাছ আলী ভূঁইয়া। এ ব্যাপারে প্যানেল থেকে নিয়োগ পাওয়ার হকদার দুজন প্রার্থী ইতোমধ্যে আদালতে মামলা করেছেন।

জানা গেছে, উত্তর গোতামারি আদর্শপাড়া রেজিস্টার্ড স্কুলটি সরকারি পর্যায়ে উন্নীত হলে ২০১১ সালের মার্চে শিক্ষকের দুটি পদ সৃষ্টি হয়। বিধি অনুযায়ী ওই দুটি পদে ২০১০ সালের এপ্রিলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের প্রার্থী প্যানেলে উত্তীর্ণ অপেক্ষমান দুজন প্রার্থী সুলতান মাহমুদ ও কামিজা আক্তার বানু নিয়োগ পাওয়ার হকদার হলেও তাদের নিয়োগ দেয়া হয়নি। বরং মোটা অঙ্কের টাকা খেয়ে অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্যানেল বহির্ভূত সেলিনা আক্তার ও কল্পনা রাণীকে। সেলিনা আক্তার ও কল্পনা রাণীর নিয়োগ বৈধ দেখানোর অপকৌশল হিসেবে তাদের নিয়োগ ২০০৯ সালে দেখানো হয়। অথচ স্কুলের হাজিরা খাতা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসে প্রধান শিক্ষকের দাখিল করা মাসিক রিটার্ন পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ওই সময়ে সেলিনা ও কল্পনা নামে কোন শিক্ষিকা স্কুলটিতে ছিলেন না। এদিকে এ অবৈধ নিয়োগ বৈধ করার প্রক্রিয়া হিসেবে প্রধান হোতা উপজেলা শিক্ষা অফিসার আকাছ আলী ভূঁইয়া বিষয়টি গোপনে রেজুলেশনে অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু উপজেলা শিক্ষা কমিটির গত ২৫ আগস্টের সভায় তার এ কারসাজি কমিটির সভাপতি হাতীবান্ধা উপজেলা চেয়ারম্যান বদিউজ্জামান ভেলুর দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। তিনি ওই রেজুলেশন তাৎক্ষণিক বাতিল করেন এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে তিরস্কার করেন। জানা গেছে, উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক আবদুল হামিদের ক্লাস ফ্রেন্ড। এই উপ-পরিচালকের নাম ভাঙিয়ে আকাছ আলী ভূঁইয়া এ অবৈধ নিয়োগ সম্পন্ন করার সাহস দেখিয়েছেন।

এদিকে উপায়ান্তর না পেয়ে সুলতান মাহমুদ ও কামিজা আক্তার বানু গত ২০ সেপ্টেম্বর লালমনিরহাট সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা করেন (মামলা নং অন্য ৭৬/২০১৩)।